স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭–২০১১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে
'পিএইচ.ডি' উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

ইয়াসমিন রেজা

রেজিস্ট্রেশন নং : AOOHI0401817 (2017-2018)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দেবজিৎ দত্ত

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০১১)

বর্তমান যুগের সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় নারীবাদ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। নতুন তথ্য ও চিন্তাধারা সমাবেশের ফলে নারীবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রারম্ভ কাল থেকেই নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ন্যায় বিচার এমন কি সাংবিধানিক অধিকার থেকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে এসেছে এবং সমাজে তারা দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।। এর প্রমাণ পাওয়া যায় র‍্যাডিক্যাল পন্থী সাইমন ডি ব্যুয়েভিয়ার এর লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি নারীকে অপর other দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন নারী জৈবিক দিক থেকে পুরুষের তুলনায় ভিন্ন। এই অপরত্ব বা other নারীর স্বাধীনতা সীমিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিকরা মনে করেন সমাজে নারীর অসম অবস্থানের কারণ জৈবিক নয় বরং অর্থনৈতিক। আবার উদারনীতিবাদীদের দাবি ছিল সমাজে নারীর ভোটাধিকার, আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। উদারনৈতিক নারীবাদী মেরি উইলস্টোন ক্রাফট মনে করেন নারী যত বাইরের কাজের সাথে যুক্ত হবে, শিক্ষার সুযোগ পাবে ততই নারীর মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে নারী মুক্তি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং এটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম বন্টনের পরিবর্তন ঘটায়। ঐতিহাসিক গবেষণাও এর থেকে মুক্তি পায়নি। গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী মুক্তি আন্দোলন, নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষকরা তাদের গবেষণায় নারীদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, তাদের পুরুষদের সমান অধিকার দানে সরব হয়েছেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। একদিকে রাজনৈতিক পালা বদল অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে জনগণের আগমনের চাপ। এই রকমই একটি রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতে আসায় উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক পালা বদলের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়, যার প্রভাব জেলাগুলিতেও পড়তে থাকে। এছাড়া ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন তৃণমূল স্তরের সাধারণ জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীতে পঞ্চায়েত স্তরে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, নারীকে প্রথম স্তরের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ

দেয়। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বৃহত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। তাই মুসলিম জনগণকে বাদ দিয়ে সমগ্র দেশ বা জাতির উন্নতি হতে পারে না। ২০১১ সালে প্রকাশিত শেষ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনগণের প্রায় ২৭.০১ শতাংশ মুসলিম জনগণ। এই মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্ধেক প্রায় নারী। তাই নারী জাতির উন্নতি ব্যতীত সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি অসম্ভব। এই মুসলিম সম্প্রদায় একটি বিশেষ মতাদর্শ ও ইসলামিক ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল গুলির মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর অন্যতম। আমরা আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে মালদা জেলাকে নির্বাচন করার মনস্থির করি কারণ মালদা জেলার প্রায় অর্ধেক জনজাতি মুসলিম। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কেমন ছিল, বিশেষত মালদা জেলার মুসলিম মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত অবস্থান ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কেমন তা আলোচনা করা হবে আলোচ্য গবেষণায়। এছাড়া মুসলিম পারিবারিক আইন, ইসলামিক সামাজিক প্রথা প্রভৃতি মুসলিম নারীর জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, এ বিষয়ে মালদা জেলার মুসলিম নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বা কি? এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে বর্তমান গবেষণার উন্মেষ।

উক্ত গবেষণায় মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান আলোচনার করার চেষ্টা করা হবে। সমাজে নারীর মর্যাদা বিভিন্ন সূচকের দ্বারা নির্ধারিত করা হয়, যেমন- শিক্ষা, কর্মে যোগদান, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক সম্পত্তিতে অধিকার, ধর্মে সূচিত নারীর অধিকার সমূহ প্রভৃতির দ্বারা সমাজে নারীর মর্যাদা স্থির করা হয়। এই সূচক গুলির দ্বারাই বর্তমান গবেষণায় মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা বিষয়ক সমস্যা গুলি তুলে ধরা হবে।

ষষ্ঠ শতকে আরব দেশে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে এবং ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে সপ্তম শতক নাগাদ। ইসলাম ধর্মের সমস্ত আইন, ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুমোদন গুলি শরীয়ত নামে পরিচিত। কোরআন ও হাদিস থেকে শরীয়ত নির্গত। ইসলামিক আইন কানুন ও অনুশাসন গুলির ব্যাখ্যার দায়িত্ব পুরুষ ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের হাতে ন্যাস্ত। ফলে তারা ইসলামের অপব্যাখ্যার দ্বারা সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কোরআন ও হাদিসে লিঙ্গ সমতার উল্লেখ রয়েছে। কোরানের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় ইসলাম কখনোই নারী পুরুষের বৈষম্য করে না। ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উত্তরসূরী হিসেবে নিজস্ব ব্যাখ্যার দ্বারা সমাজের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ইসলাম ধর্ম নারীকে বহু দিক থেকেই মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থান দিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও সীমা নির্ধারণ করেছেন। কোরআনে বহুবিবাহকে মান্যতা দিলেও কঠোরভাবে উল্লেখ আছে যে যদি কোন পুরুষ বহুবিবাহে লিপ্ত হয়

তবে তাকে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। বহুবিবাহ ন্যায় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলাম ধর্ম নারীকে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী নির্ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, কর্মে যোগদানের অধিকার দান করেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত প্রদর্শনকে ইসলাম ধর্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষের প্রদেয় মেহর একমাত্র নারী (স্ত্রীর) সম্পত্তি। সে বিবাহের পরেও নিজস্ব নাম অপরিবর্তিত রাখতে পারে। স্ত্রী হিসেবে নারী তার স্বামীর কাছে সব সময় সমর্থনপ্রাপ্য। ইসলামিক আইন অনুযায়ী নারীর তালাক (খুলা) দাবি করার অধিকার আছে এবং নাবালক সন্তানের অধিকার দাবি করতে পারে। কিন্তু প্রাক ইসলাম পর্বে নারী তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলাম ধর্মে নারীর গৃহের বাইরে কর্মের যোগদানের ক্ষেত্রেও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। নারী তার পছন্দ অনুযায়ী প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন কর্মে যোগ দিতে পারে। পারিবারিক সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত নারীর অংশ ছিল পুরুষ সদস্যের অংশের তুলনায় অর্ধেক। এতেও ইসলাম ধর্ম কোন বৈষম্য করেনি বরং এই পার্থক্য ছিল উভয়ের (নারী-পুরুষ) আর্থিক দায়-দায়িত্বের পার্থক্যের জন্য। ইসলামিক আইন অনুযায়ী একজন পুরুষ তার স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সকলের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ করে পরিবারের নারী সদস্যের। শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায় নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কখনোই নারীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি পরিবারে একজন কন্যার শিক্ষার তুলনায় পুত্রের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখানো হয়ে থাকে, অথচ ইসলাম ধর্মের পূত্র কন্যা উভয়ের শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, শহীদের রক্ত অপেক্ষা আলিমের কালির দাম অধিক। এছাড়াও তিনি পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের শিক্ষিত কর, যাতে তারা ঠিক-ভুল, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলামের কোনো বাধা নেই। প্রাক ইসলাম পর্বে আরব সাম্রাজ্যে নারীর কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। তারা পণ্য হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পর নারীর এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটে। ইসলামীয় যুগে বহু বিদূষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ছিলেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষম ছিলেন অথচ পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পর্দা প্রথা, বহুবিবাহ, তিনতালাক এর মত বিষয়গুলি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মর্যাদা ক্ষীণ করে। এছাড়াও অশিক্ষা, বেকারত্ব, আর্থিক নির্ভরতা, সিদ্ধান্ত গ্রহনের অক্ষমতা প্রভৃতি সমাজে নারীর অবস্থানকে আরও দুর্বল করে। তাই বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটিতে ইসলাম ধর্মে

নারীর অধিকার ও বাস্তবে নারীর অবস্থান, সামাজিক সমস্যা ও অসুবিধা গুলি তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ সদস্যরা সাধারণত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় মুসলিম সমাজও প্রকৃতিগত দিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক। এই পিতৃতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় পিতা স্বামী প্রমুখ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে ও নারী তার আজ্ঞা বাহক হিসেবে সমস্ত মেনে চলে। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি, পরিকাঠামোগত সমস্ত দায়িত্ব পুরুষ সদস্যরাই নিয়ন্ত্রণ করে, ধর্মের ব্যাখ্যাকারীরা সকলে পুরুষ হওয়ায় তারা ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার গুলিকে মান্যতা দেয় না। ভারত ইসলাম ধর্মে প্রবেশের পর থেকে বহু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করে ফলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। ভারতীয় মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা যতনা আর্থিক দুর্বলতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার তার থেকেও বেশি তারা পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা ভুক্তভোগী। তারা নারীকে আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে পুরানো হাদিস কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষায় কেন্দ্রীভূত রাখে। শিক্ষা হল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যায়নের চাবিকাঠি। দেশ ও জাতির উন্নতি অগ্রগতি শিক্ষার দ্বারাই ঠিক করা হয়। অথচ বর্তমানে দেখা যায় মুসলিম নারীরা সেই সমস্ত কিছু থেকেই বঞ্চিত। ভারতের মুসলিম মেয়েদের গৃহের বাইরে কর্মের অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। এটি মনে করা হয় যে বাইরের কঠোর কাজকর্ম মেয়েদের জন্য নয়। মেয়েরা শারীরিকভাবে বাইরের কাজে জন্য অনুপযুক্ত এবং গৃহই তাদের একমাত্র স্থান। এই ভাবনাচিন্তা ও মানসিকতা ভারতের সর্বত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান। ফলে গৃহের বাইরে মুসলিম নারীর কর্মের যোগদানের পরিমাণ খুব কম। এই একই চিত্র পশ্চিমবঙ্গ ও মালদা জেলাতেও দেখা যায়। কেন মুসলিম নারীরা গৃহের বাইরে কর্মে যোগ দিতে অস্বস্তি বোধ করে, তা খতিয়ে রাখা হবে গবেষণা প্রকল্পে। এছাড়াও পর্দা প্রথা ও একত্রে তিন তিন তালাক এর মত সামাজিক ব্যাধি মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা ক্ষীণ করছে এবং নারী ধীরে ধীরে নিজেকে আরো বেশি আবদ্ধ করে ফেলছে, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড, ওয়াকফ বোর্ড মুসলিম সম্প্রদায় ও নারীর উন্নতির জন্য গঠন করা হলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকর তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে এই গবেষণায়।

একটি দেশের অগ্রগতি এবং সর্বাত্বক উন্নয়ন নির্ভর করে সবার দক্ষতা ও যোগ্যতা কে কাজে লাগানোর ওপর। জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে নারী যুগে যুগে বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি।

কোন জাতিগোষ্ঠীর অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ সূচক হল সেই জাতির নারীর মর্যাদা। ভারতের মতো বহু জাতির দেশে অঞ্চল ভেদে মুসলিম জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকা সত্বেও দেশে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান বেকার বা স্বল্প বেতনের সাথে যুক্ত। বিগত দুই দশক থেকে মুসলিম নারীর অবস্থা বিশেষ করে সামাজিক অবস্থা শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদের আলোচনার বিষয় হয়েছে। মুসলিম নারীরা হলো সমাজের সব থেকে বঞ্চিত অংশ। মুসলিম পরিবারের সুস্থতা ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অথচ তারাই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার। ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। ১৯৮৩ সালে ভারত সরকার দ্বারা গোপাল সিংহ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং এই কমিটি ঘোষণা করেছিল যে মুসলমানরা ভারতের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। ২০০৫ সালে গঠিত সাচার কমিটির মতে দারিদ্র্যতা হল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুর্বল শিক্ষার প্রধান কারন। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন বলেছে যে মুসলিমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক ভাবে সুবিধা বঞ্চিত এবং ভারতের মূল স্রোত থেকে অনেক পিছিয়ে।

ভারতবর্ষের চতুর্থ মুসলিম জনবহুল রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২১.৫১%, ২৩.৬১%, ২৫.২৫%, ২৭.০১% হল মুসলিম জনগন। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, দিনাজপুর, পশ্চিমে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং সুন্দরবন বিস্তৃত দুই ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ। উপরিউক্ত জেলাগুলির মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদে বেশি সংখ্যক মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস। এই জেলাগুলিতে মুসলিম জনঘনত্বের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় জনঘনত্ব গড়ের থেকে বেশি।

সূক্ষ্মভাবে গবেষণার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলা হিসেবে মালদা জেলাকে নির্বাচন করি। মালদা ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হিসেবে সমাধিক প্রসিদ্ধ ও উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিশেষ পরিচিত। প্রাচীন ভারতে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কিছুকাল উজ্জ্বলিত হলেও দেশ হিসেবে বঙ্গের নাম গৌড় দেশ রূপেই চিহ্নিত হত, তাই শশাঙ্ককে গৌড়াধিপতি বলা হয়। সুলতানি ও মুঘল যুগেও মালদহ জেলার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হয়েছিল ও ব্রিটিশ শাসনাধীন মালদা নীল উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল। ইংরেজবাজার থানাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলার উন্নতি

পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৩ এর চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী মালদা জেলা গঠিত হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জেলার রূপে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৫৯ সালে। এর আগে দিনাজপুর জেলার কিয়োদংশ, বামনগোলা থানা এবং রাজশাহীর রোহানাপুর ও চাপাই থানা সহ মোট আটটি থানা নিয়ে মালদহ জেলা গঠিত ছিল। এই নতুন প্রকাশিত মালদা জেলার নতুন সদর হল ইংরেজবাজার। ১৮৭৬ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মালদা জেলা ভাগলপুর ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভক্ত হলে মালদা জেলাও তখন রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ হলেও বাংলা রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগের সময় মালদার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ভারতবর্ষের বিভাজন হলে বাংলা তথা মালদা জেলাও বিভাজনের শিকার হয়। এই সময় উত্তরবঙ্গসহ মালদা জেলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের লোকজন মালদার হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার মত প্রকাশ করেন। স্যার যদুনাথ সরকার মালদা ও রাজশাহীকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে সীমানা নির্ধারক কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা করেন। ইংরেজবাজার বাদে সমগ্র মালদা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই দেশ ভাগের সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মালদা জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই খবর জনসম্মুখে আসতে সমগ্র মালদা জেলা জুড়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক উৎকণ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ মুসলিম লীগ সহ মালদার মুসলিম লোকজন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে থাকায় ভীষণ আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু প্রধান অঞ্চলের লোকজন মালদাহের ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণার দ্বারা মালদা জেলাকে ১৯৪৭ সালের ১৭ ই আগস্ট ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই দিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক আদেশ জারি করে মালদা জেলার ১৫টি থানার মধ্যে দশটি থানাকে কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, মালদা, মানিকচক, হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল, রতুয়া, খরবা (বর্তমান মালতিপুর), হরিশ্চন্দ্রপুর নিয়ে গঠিত মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হল, আর পূর্বের মালদার ৫টি থানা নবাবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। ১৯৪৭ এর ১৮ আগস্ট মালদার কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন ভারতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হল। মালদা বাসী আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতা পেল। বর্তমানে মালদা জেলার দুটি মহাকুমা (মালদা সদর ও চাঁচল), ১৪ টি থানা, ১৫টি ব্লক, ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি জেলা পরিষদ, ও দুটি পৌরসভা, ১২টি বিধানসভা কেন্দ্র ও দুটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে।

মালদা জেলায় বসবাসকারী মানুষদের সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষাপটে মালদা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। ৩৭৩৩ স্কয়ার কিমি জুড়ে বিস্তৃত মালদা জেলার

উত্তর-পশ্চিমে বিহার, পশ্চিমে ঝাড়খন্ড, উত্তরের উত্তর দিনাজপুর, উত্তর পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে গঙ্গা, দক্ষিণ পূর্বে মুর্শিদাবাদ। মালদা জেলার সীমানা অঞ্চলটি যেমন বৈচিত্রপূর্ণ, তেমনি এর ভূতাত্বিক চরিত্রও বিচিত্র। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক মহানন্দা নদী মালদা জেলাকে পূর্ব পশ্চিমে ভাগ করেছে আবার কালেন্দ্রী নদী পশ্চিম দিকটিকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করেছে। মালদা জেলার এই ভৌগোলিক বিন্যাসের জন্যই বারিন্দ, দিয়ারা ও তাল ভাগে ভাগ করা হয়।

বাস্তু সংস্থানগত মালদা জেলার বিন্যাস, ২০০১

এলাকা	বারিন্দ	দিয়ারা	তাল
ব্লক	ওল্ড মালদা হাবিবপুর বামনগোলা গাজোল	মানিকচক ইংরেজ বাজার কালিয়াচক ১ কালিয়াচক ২ কালিয়াচক ৩	হরিশচন্দ্রপুর ১ হরিশচন্দ্রপুর ২ চাঁচল ১ চাঁচল ২ রতুয়া ১ রতুয়া ২

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, ভারত।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে বাংলায় মুসলমান বহিরাগতদের আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়। ফলে বরেন্দ্রের জাতিতাত্ত্বিক, গঠনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশ্রণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে সমগ্র মালদা জেলাতেই জাতিগত চালচিত্রটি অনেকটাই পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা বিভিন্ন সময়ে বাংলায় প্রবেশ করে কখনো শাসক, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী হিসেবে। এইভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় মুসলিম সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাংলার মুসলিম জনগণের জাতিতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যায় বেশিরভাগ মুসলিম জনগনই ধর্মান্তরিত। এই ধর্মান্তরনের পেছনে কারণ হিসেবে বলা যায় হিন্দু ধর্মের কঠোর জাতিভেদ প্রথা, জটিলতা সর্বস্ব পূজার্চনা, নিচু তলার মানুষদের প্রতি বিমুখ মনোভাব প্রভৃতি। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পর মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক রাজধানী গৌড়কে কেন্দ্র করে মালদা, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মুসলমান শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল। এই শ্রেণীটি আশরাফ বা অভিজাত সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আর নিচু তলার ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আজলাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালদহের সর্বত্রই এই শ্রেণিগুলির মুসলিম জনগণের বাস দেখা যায়। সৈয়দ, সুফি, শেখ, পাঠান, মোঘল, আফগান, তুর্কি প্রভৃতি আশরাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষজন ইংরেজবাজার, মানিকচক, রতুয়া, পুরাতন মালদা প্রকৃতির জায়গায় বাস করে। এরা

নিজেদের অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত বলে মনে করত। আজলাফ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানগণ জোলা, তেলি, পাজরা, উজরা, ধোবি, কুমোর, খন্দকার প্রমুখ। জোলা সম্প্রদায়ের লোকজন মালদা জেলার কালিয়াচক অঞ্চলে বসবাস করে, এরা শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, তোয়ালে ইত্যাদি তৈরির কাজের সাথে যুক্ত। আরজলরা হল নিম্ন বর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানগন। এই নিম্ন বর্ণের ধর্মান্তরিত মুসলমানগন বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত এবং মালদা জেলার সর্বত্রেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এছাড়াও শেরশাবাদিয়া, নদেগুষ্টি, চামকাটিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচয় মালদা জেলায় পাওয়া যায়। মুসলিম সম্প্রদায় শরীয়ত মোতাবেক ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবন যাপন করে থাকে এবং এই সম্প্রদায়ের নারীর জীবনযাত্রা কিভাবে পরিচালিত হয় তাই খতিয়ে দেখা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় ও সর্বপ্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল মুসলিম। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষের ১৪.২% এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭.০১ শতাংশ হল মুসলিম সম্প্রদায়। অথচ এই মুসলিম সম্প্রদায় জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ হয়েও আজও পিছিয়ে রয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় মালদা জেলার মুসলিম জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে জনসংখ্যাভিত্তিক মুসলিম জনগণের চিত্র পাওয়া যাবে।

মালদা জেলার জনসংখ্যা (১৯৫১-২০১১)

জনগণনা সাল	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিস্টান	বৌদ্ধ	জৈন	শিখ	অন্যান্য
২০১১	৩৯৮৮৮৪৫	১৯১৪৩৫২ (৪৭.৯৯%)	২০৪৫১৫১ (৫১.২৭%)	১৩২০৯ (০.৩৩%)	৩৫৯ (০.০১%)	৬৩৯ (০.০২%)	৭৪৭ (০.০২%)	৭৯২৯ (০.২০%)
২০০১	৩২৯০৪৬৮	১৬২১৪৬৮ (৪৯.২৮%)	১৬৩৬১৭১ (৪৯.৭২%)	৮৩৮৮ (০.২৫%)	১৬৪ (০.০০%)	২৯৩ (০.০১%)	২৮৩ (০.০১%)	২২৩৫০ (০.৬৮%)
১৯৯১	২৬৩৭০৩২	১৩৭৭৮৪৪ (৫২.২৫%)	১২৫২২৯২ (৪৭.৪৯%)	৫১১৮ (০.১৯%)	৬৪ (০.০০%)	২২৪ (০.০১%)	১৮৩ (০.০১%)	১১৩০ (০.০৪%)
১৯৮১	২০৩১৮৭১	১১০৭১৯২ (৫৪.৪৯%)	৯১৯৯১৮ (৪৫.২৭%)	৪০২০ (০.২০%)	১০৮ (০.০১%)	৩৯৫ (০.০২%)	১২৭ (০.০১%)	১১০ (০.০১%)
১৯৭১	১৬১২৬৫৭	৯১৩২৮৩ (৫৬.৬৩%)	৬৯৫৫০৪ (৪৩.১৩%)	৩৪৯২ (০.২২%)	৫১ (০.০০%)	১৯১ (০.০১%)	১৩৬ (০.০১%)	০ (০.০০%)
১৯৬১	১২২১৯২৩	৬৫৫৪১৫ (৫৩.৬৪%)	৫৬৪৩৩১ (৪৬.১৮%)	২০৪০ (০.১৭%)	৫ (০.০০%)	৮৫ (০.০১%)	৪৭ (০.০০%)	০ (০.০০%)
১৯৫১	৯৩৭৫৮০	৫৮৯৮৯৬ (৬২.৯২%)	৩৪৬৪৭৯ (৩৬.৯৭%)	৮৩০ (০.০৯%)	৭ (০.০০%)	৫০ (০.০১%)	৫৬ (০.০১%)	৮৭ (০.০১%)

উৎসঃ আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, পশিমবঙ্গ, ধর্মভিত্তিক রিপোর্ট ২০০৫, ভারত।

মালদা জেলার দুটি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় হল হিন্দু ও মুসলিম এবং এই দুই সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণে বৃহৎ পার্থক্য বিদ্যমান। ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মালদা জেলার মোট জনসংখ্যা হল ৩৯,৮৮,৮৪৫ এর মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা হল ৪৭.৯৯% ও মুসলিম জনসংখ্যা হল ৫১.২৭ শতাংশ। উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। সারণীতে স্পষ্ট যে মালদা জেলার বৃহৎ সংখ্যক জনগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও এই সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা সবচেয়ে করুন। সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের বিধি নিষেদের জন্য নারী স্বাধীনতা হারিয়ে একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত। মালদা জেলার মুসলিম নারীর পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধান করা ও বাস্তব চিত্র অনুধাবন করা করাই হলো আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ব্লক, থানা গুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা বিভিন্ন ধরনের। মালদা জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গ্রাম অঞ্চলে বাস করে এবং শহরাঞ্চলে মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাস। নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত মালদা জেলার ভৌগলিক পরিবেশ তাল ও দিয়ারা অঞ্চলে বেশিরভাগ মুসলিম জনগণ বাস করে বারিন্দ এলাকায় খুব কম সংখ্যক মুসলিম জনগণের বাসস্থান। সংখ্যায় প্রায় অর্ধেক হয়েও ভৌগলিক এলাকার জন্য মুসলিম জনগণ শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক সুবিধা গুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পিছিয়ে রয়েছে।

একটি জেলার মানব সভ্যতার সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে সেই জেলার জাতি বা জনসমষ্টির শিক্ষার হারের ওপর। সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী জাতি স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতি শিক্ষিত না হলে কোন সম্প্রদায় বা জনসমষ্টি উন্নত হতে পারে না। ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারত, পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার শিক্ষার হার পর্যালোচনা করলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাওয়া যাবে।

শিক্ষার হারের অগ্রগতি

সাল	ভারত			পশ্চিমবঙ্গ			মালদা		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
১৯৫১	২৭.২৩	৮.৯০	১৮.৩১	৩৪.৬০	১৩.২০	২৪.৯০	১৮.১০	৫.০০	১১.৬৮
১৯৬১	৪০.৪০	১৫.৪৭	২৮.৩০	৪৬.৫০	২০.৩২	৩৪.৫০	২৫.৭০	৭.০২	১৬.৬০
১৯৭১	৪৬.০০	২২.০০	৩৪.৪৫	৪৯.৫০	২৬.৫০	৩৮.৯১	২৯.৯০	১১.২০	২০.৮৬
১৯৮১	৫৬.৪০	২৯.৮০	৪৩.৬৫	৫৭.১০	৩৪.৪০	৪৬.৩৪	৩৬.১০	১৬.৩০	২৬.৫২
১৯৯১	৬৪.১০	৩৯.৩০	৫২.২১	৬৭.৮০	৪৬.৬০	৫৭.৭৩	৪৫.৬০	২৪.৯২	৩৫.৬২
২০০১	৭৫.৮০	৫৪.২০	৬৫.২০	৭৭.১০	৫৯.৬০	৬৮.৬৪	৫৮.৮০	৪১.২৫	৫০.২৮
২০১১	৮২.১৪	৬৫.৪৬	৭৪.০৪	৮১.৬৯	৭০.৫৪	৭৬.২৬	৬৬.২৪	৫৬.৯৬	৬১.৭৩

তথ্যসূত্রঃ সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৫১-২০১১, ভারত।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সালে সারা ভারতের মোট জনসংখ্যা শিক্ষার্থীদের হার ১৮.৩১ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৪.৯০ শতাংশ এবং মালদা জেলায় ১১.৩৮ শতাংশ। মালদা জেলার শিক্ষিতের হার ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের হারের থেকে অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে সেন্সাস রিপোর্ট এর দিকে তাকালে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মোট শিক্ষার হার ৪৬.৪৮ শতাংশ এবং মালদা জেলার শিক্ষার হার ২৬.৫২ শতাংশ, যা অনেক কম। আবার ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার আর ৩৪.৪০ শতাংশ, মালদায় নারী শিক্ষার হার ১৬.৩০ শতাংশ। বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হলেও মালদা জেলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব কম ও ধীরগতিতে হচ্ছে। তবে ১৯৯১ থেকে ২০১১ সেন্সাস রিপোর্টের দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলায় নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৪.৯২%, ৪১.২৫% এবং ৫৬.৯৬%, যা পশ্চিমবঙ্গের নারী শিক্ষার হার (৪৬.৬০%, ৫৯.৯৬%, ৭০.৫৪%) এবং ভারতের নারী শিক্ষার হার (৩৯.৩০%, ৫৪.২০%, ৬৫.৪৬%) থেকে কম। বিগত তিন দশক থেকে মালদা জেলার নারী শিক্ষার হার খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার উপরোক্ত সারণী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ ব্যবধান নজরে আসে। ১৯৫১ সালে মালদা শহরে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৬.৯৭ শতাংশ, পুরুষ শিক্ষিতের হার ১৮.১০% এবং নারী শিক্ষার হার ৫.০০ শতাংশ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম দিকে নারী শিক্ষার খুব কম ছিল। ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত সময়কালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব ধীরগতিতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সরকারি কমিশন ও কমিটির গুলি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যেসব সুপারিশ করেছে এবং সরকার কর্তৃক তা প্রয়োগের ফলে সমাজের নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে যার। ফলস্বরূপ আমরা ১৯৯১-২০১১ পর্যন্ত মালদা জেলার নারী শিক্ষার হারে বৃদ্ধি দেখতে পায়। সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলেও মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে হয়নি। ২০০১ এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় মালদা জেলায় মুসলিম নারী শিক্ষার হার ছিল ৩৮.৬৮ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ছিল ৫১.৫৬ শতাংশ। আবার ২০১১ রিপোর্টে মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষার হার ৫৭.২০ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৬৬.৮০%। ২০০১ সালের নারী পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১৩% এবং ২০১১ সালে শিক্ষার হারের ব্যবধান প্রায় ১০%। এর থেকে বোঝা যায় মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত দিক থেকে পুরুষদের সদস্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

মালদা জেলার ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে কাজের বিভাজনের হার – ২০০১

ধর্ম	কৃষিকাজ			কৃষি শ্রমিক			গৃহস্থালির কাজকর্ম			অন্যান্য		
	মোট	পু	ম	মোট	পু	ম	মোট	পু	ম	মোট	পু	ম
মোট	২০.৮৩	২৭.৫১	৭.৭৪	৩০.৭২	৩০.৫৯	৩০.৯৭	১৫.৬১	৪.৮৩	৩৬.৭৬	৩২.৮৪	৩৭.০৭	২৪.৫৩
হিন্দু	২১.৮১	২৭.৫৩	১০.১৮	৩৩.১৯	২৬.৫২	৪৬.৭৬	১০.৭৫	৪.৭৫	২২.৯৭	৩৪.২৫	৪১.২০	২০.০৯
মুসলিম	১৯.৪৭	২৭.০৯	৪.৮৮	২৭.৬০	৩৪.৬২	১৪.১৬	২০.৯১	৪.৯৭	৭৪.১৩	৩২.০২	৩৩.৩১	১৮.১১
খ্রিস্টান	৩৩.০৬	৪১.৬০	২২.৭১	৪০.২১	২৮.০০	৫৫.০১	৬.৭৪	৫.৯৫	৭.৬৯	২০.০০	২৪.৪৫	১৪.৫৯
শিখ	১১.৩১	১০.৯০	১৬.৬৭	৫.৩৬	৩.২১	৩৩.৩৩	১.৭৯	০.০০	২৫.০০	৮১.৫৫	৮৫.৯০	২৫.০০
বৌদ্ধ	৫.৮৮	৫.৮৮	৫.৮৮	১০.২৯	৯.৮০	১১.৭৬	২০.৫৯	১১.৭৬	৪৭.০৬	৬৩.৮৪	৭২.৫৫	৩৫.২৯
জৈন	১.০৬	০.০০	১৬.৬৭	১.০৬	১.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৭.৮৭	৯৮.৮৬	৮৩.৩৩

তথ্যসূত্র – সেন্সাস রিপোর্ট ২০০১, ভারত। পু= পুরুষ, ম= মহিলা।

নারী ক্ষমতায়ন তার আর্থিক স্বনির্ভরতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা যথেষ্ট কম। তারা জীবন নির্বাহের জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্যের ওপর নির্ভরশীল।সারণীতে যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই তাতে স্পষ্ট যে, মালদা জেলার মুসলিম নারীর মাত্র ৪.৮৮ শতাংশ কৃষিকাজ, ১৪.১৬ শতাংশ কৃষিশ্রমিক, ৭৪.১৩ শতাংশ গৃহস্থালির কাজকর্ম ও ১৮.১১ শতাংশ অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত। পরিসংখ্যায়ন থেকে পরিষ্কার মুসলিম সমাজের নারী বেশিরভাগ গৃহকর্মের সাথে যুক্ত (মুর্শিদাবাদ বাদে), অন্যান্য জেলার চাইতে অনেক বেশি। মালদা জেলার অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে মুসলিম নারীর গৃহকর্মে অংশগ্রহণ বেশি। মূলত সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় মুসলিম নারীকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। মালদা জেলার মুসলিম নারী অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে রেশম গুটি শিল্প ও বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ২০০১ এর আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১.৮২ লাখ মুসলিম নারী বিড়ি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। খুব কম সংখ্যক নারীই বেতনভুক্ত কাজে যুক্ত। আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকায় পরিবারের কোনো রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। পরিবারে হেয় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায় থেকেও বঞ্চিত। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও তালাক প্রথা নারীকে আরও কুক্ষিগত করেছে। আসগার আলী ইন্জিনিয়ার বলেছেন সমাজে নারীর উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি। মুসলিম নারীর অবস্থার উন্নতি ব্যতীত মুসলিম সমাজ উন্নত হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অধিকারের মত আরেকটি সাংবিধানিক অধিকার হলো ভোট প্রদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার। আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানে দেখা যায় নারী রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশেষ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ খুব সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কারণ হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় এবং সামাজিক বাধা। ভারতের মুসলিম নারীও তার ঊর্ধ্বে নয়। পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার রাজনৈতিক আঙিনায় মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ে স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশ বিরোধী আন্দোলনের সময়। মালদা জেলার মহিলাদের মধ্যে সুধারানী দেবী, তরুবালা সেন, সুরেন্দ্রবালা রায়, কমলা মৈত্র, হেনা চক্রবর্তী, সাবিত্রী গোস্বামী প্রমুখের নাম বিষয় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী পর্বে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ আণুবীক্ষণিক। এই সময়কালের মুসলিম লীগের প্ররোচনায় বেশির ভাগ মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখত এবং ব্রিটিশদেরকে নিজেদের সহযোগী বলে মনে করত। স্বাধীনোত্তর মালদহের ভারতভুক্তির পরও মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক আঙিনায় খুব কম দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবার থেকে আগত নারীদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে দেখা যায়। এবিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গনি খান চৌধুরীর ভগিনী রুবি নুর ও তার কন্যা মৌসুম বেনজির নূর এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সাবিনা ইয়াসমিনের নাম প্রথম স্থানে রাজনীতিতে উঠে আসে। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা নির্বাচন ব্যবস্থার তৃণমূলের স্তর পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ করার ফলে গ্রাম্য এলাকা থেকে বহু নারী রাজনীতি সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনীতির মূল স্রোতে নারীদের উপস্থিতি আণুবীক্ষণিক, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কেন আণুবীক্ষণিক এর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস করা হবে আলোচ্য গবেষণায়।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকনঃ

মুসলিম নারী সম্পর্কিত বহু গবেষণা পূর্বে হয়েছে কিন্তু মালদা জেলার মুসলিম নারী বিষয়ক তেমন ঐতিহাসিক গবেষণা না হওয়ায় সেই সম্পর্কিত গবেষণায় লিপ্ত হয়েছি এবং সেই সম্পর্কিত মুসলিম সমাজ মুসলিম, নারী ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে নারী প্রভৃতি গবেষণালব্ধ গ্রন্থ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হল।

Mondal Sekh Rahim, *Rural Muslim Women: Role and Status*, New Delhi, Northern Book Centre, 2005.

শেখ রহিম মন্ডল তার গ্রন্থে ইসলাম ও মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের অধিকার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ কিভাবে মুসলিম নারীর জীবনকে

নিয়ন্ত্রণ করছে সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইসলাম ধর্ম ও কুরআন ও হাদিসের আলোকে চালিত মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ তিনি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার কাউয়াখালী গ্রামের মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য গুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন মুসলিম নারীদের এই পিছিয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক সাংস্কৃতির কারণে সাথে ধর্মীয় কারণও দায়ী।

Mondal Sekh Rahim, *Educational Status of Muslim: Problem, Prospects and Priorities,* New Delhi, Inter India Publication, 1997.

শেখ রহিম মন্ডল এর লেখা আরেকটি গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম শিক্ষার হার, শিক্ষার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্কুলছুট সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি গ্রামের ওপর সমীক্ষা করে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলিমদের শিক্ষার প্রতি অবহেলার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক সমস্যা ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। ধর্মের ব্যাখ্যাকারীরা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করায় তারা আধুনিক শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। পর্দাপ্রথা মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেছেন মুসলিম সমাজ নারী শিক্ষার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে তাদের চার দেওয়ালে আবদ্ধ করে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় নিয়োজিত রাখতে চাই। অপরদিকে লক্ষণীয় যে পরিবারের কন্যার তুলনায় পুত্রদের শিক্ষার প্রতি অধিক নজর দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই নারী শিক্ষার প্রতি অবহেলার কারণ হিসেবে তিনি ঐতিহ্যগত ধর্মীয় অনুশাসন ও পারিবারিক অনুশাসনকেই দায়ী করেছেন।

Moinuddin S.A.H., *Divorce and Muslim Women,* New Delhi, Rawat Publication, 2000.

এস. এ. এইচ. মইনুদ্দিন তার ডিভোর্স এন্ড মুসলিম ওমেন শীর্ষক গ্রন্থে মুসলিম নারীর বিবাহ, তালাক ও ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কিত তথ্যাবলীর আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) কর্তৃক ইসলামের আবির্ভাবের পরে নারীর উন্নতির জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেছেন কিন্তু বর্তমানে ইসলামের ব্যাখ্যা কর্তা মৌলানা ও মৌলবিগণ ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে তাদেরকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তিনি আরো দেখিয়েছেন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ

তুলনামূলকভাবে কম। যেসব পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, অশিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি নিষেধ প্রভৃতি জন্য। ইসলাম ধর্মের তালাক হল সব থেকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য হালাল বস্তু। ইসলামে তালাকের অনুমতি রয়েছে কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যতীত তালাকের ধারেকাছে যেতেও বারণ করা হয়েছে। মুসলিম নারীরা তিন তালাকের ভয়ে সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে কখন তার স্বামী তাকে তিন তালাক দেয়। ইসলামে তিন তালাক এর উল্লেখ থাকলেও একত্রে তিন তালাক কখনও প্রচলিত ছিল না। তিনটি ইদ্দতপর্ব পরবর্তী তিন তালাক দেওয়া হয়। ইসলামে নারীদেরও তালাক গ্রহনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে নারীদের প্রদেয় তালাককে খুলা তালাক বলা হয়। এছাড়াও দুজনের (স্বামী ও স্ত্রী) সম্মতিতে মোবারত তালাক হয়ে থাকে। মইনুদ্দিন তার গ্রন্থে তালাক সম্পর্কিত শরীয়তি নির্দেশ নামার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বাস্তবে সমাজে চলতে থাকা তিন তালাকের অপব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন।

Md. Moinuddin, *Understanding Muslim Situation in West Bengal: Some Refflection and Fertility in Malda District,* West Bengal, Germany, Lap Lambert Academic Publishing, 2011.

মইনুদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে মুসলিমরা হল ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়। সংখ্যায় এত বৃহৎ হয়েও বর্তমানে তারা পিছিয়ে রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মইনুদ্দিন ভারতবর্ষ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি জনসম্মুখে তুলে ধরেছেন। এই বিশেষ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেছেন। তার উক্ত গ্রন্থটি সহায়ক উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত। এই গ্রন্থে তিনি একটি বিশেষ পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কতটা বৈষম্যের শিকার তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগন একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে চলাফেরা করে এবং নিজেদের সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তিনি আরো বলেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার জন্য এই সম্প্রদায়ের নারীদের অবস্থা আরো করুন, তারা নিজের আর্থিক ব্যয় বহনে অক্ষম। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও তাদের কোনো মূল্য থাকে না। মুসলিম নারীরা বরাবরই নিজেদের রাজনৈতিক আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এর কারণ হিসেবে তিনি প্রচলিত শরীয়তী বিধান ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কঠোর বিধি নিষেধকেই দায়ী করছেন।

Hossain Nazmul, *Muslim and Non-Muslim Differential in Education, Employment and fertility in Malda District,* West Bengal, Germany, Lap Lambert Academic Publishing, 2011.

নাজমুল হোসেন মালদা জেলার মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাগত, চাকুরীগত ও উৎপাদনগত পার্থক্যের একটি রূপরেখা টানার চেষ্টা করেছেন। তার উক্ত গ্রন্থে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান, পরিবার, শিক্ষা, জীবিকা, প্রাচুর্যতা ও ধর্মীয় প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষের দুই মূল সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম ভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে জীবন যাপন করে। নাজমুল হোসেন তার উক্ত গ্রন্থে মালদা জেলার প্রত্যেকটি ব্লকের মুসলিম সম্প্রদায়ের জনঘনত্ব, শিক্ষার হার, কর্মে যোগদানের হার এর উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মালদা জেলার মুসলিম সম্প্রদায় অমুসলিম সম্প্রদায় অপেক্ষা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তিনি দারিদ্রতা, অশিক্ষা, ধর্মীয়ভাবাবেগকে দায়ী করেছেন।

Mondal Keshab Chandra, *Empowerment of Women and Panchayati Raj: Experiences from West Bengal,* Kolkata, Lavant Book, 2010.

কেশব চন্দ্র মন্ডল তার এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইম্যান এন্ড পঞ্চায়েতি রাজ শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন চালু হওয়ার পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রাম্য এলাকায় জনসাধারণের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক এরকম নারীকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনীতে মোট আসন সংখ্যার ৩৩ শতাংশ আসনে তপশিলি জাতি উপজাতিসহ নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে নির্বাচন ব্যবস্থার তৃণমূল স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় বাংলার পঞ্চায়েত রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুব কম। এর কারণ হিসেবে কেশবচন্দ্র মন্ডল মহিলাদের রাজনীতিজ্ঞ জ্ঞানের অভাব ও ঐতিহ্যবাহী পুরাতন তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন। তিনি বলছেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও বহুমাত্রায় তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কথা মতই চলতে হয়। মন্ডল তার গ্রন্থে মেদনীপুর জেলার ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ১ ও দাসপুর ১ এর তপশিলি জাতি উপজাতিসহ সমস্ত গ্রামীণ মহিলাকে নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন মহিলা সংরক্ষিত আসন হওয়ায় নারীরা নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য হয় কিন্তু বাস্তবে তার পেছনে কোন পুরুষ সদস্যই মাথা কাজ করে।

Ghosh Jayashri, *political participation of Women in West Bengal,* Calcutta, Progressive Publishers, 2000.

জয়শ্রী ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শীর্ষক গ্রন্থে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনীতির প্রতি মহিলা ও পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তার সমীক্ষা ক্ষেত্র হল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার পূর্ব বেলগাছিয়া বিধানসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত দক্ষিণ দমদম পৌরসভা। ১৯৯২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত রাজনীতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম থাকার কারণ হল শিক্ষার অভাব, স্বাধীনতার অভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা প্রভৃতিকে এই দায়ী করছেন।

Hust Evelin, *Women's Political Representation an Empowerment in India: A Million Indiras Now,* New Delhi, Manohar, 2004.

Evelin Hust ভারতের নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছেন। তিনি রাজনীতিতে নারী পুরুষের ভাবাবেগ নথিভূক্ত করেছেন। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল উড়িষ্যায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন আঞ্চলিক স্তরে নারীদের উপস্থিতি খানিকটা দেখা গেলেও রাজনীতির উচ্চপদগুলিতে নারীদের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। এজন্য তিনি বলছেন যতদিন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষন না হচ্ছে ততদিন মহিলারা উচ্চ বাদে আসীন হতে পারবে না। ১৯৯২ এর ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা আসন সংরক্ষণের আগে পর্যন্ত আঞ্চলিক রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিলই না বললেই চলে। কিন্তু সংরক্ষণের পর মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারের পুরুষ সদস্য দ্বারা পরিচালিত মহিলারা সংরক্ষিত আসনে অংশগ্রহণ করে ফলে আসল উদ্দেশ্যই অবহেলিত হয়। তাই বলা যায় নারী ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর সমাজে তার আসল জায়গা করে নিতে পারবে না।

Ahmed Naseem, *Liberation of Muslim Women,* New Delhi, Kalpaz Publication, 2001.

নাসিম আহমেদ বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে মুসলিম মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ও ইসলামিক রীতি-নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামে বর্ণিত আছে পৃথিবীতে নারী পুরুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন বিধি নিষেধ শুধুমাত্র নারীর উপরেই বর্ষিত হয়। বহু বিবাহ ইসলামে মান্যতা দেওয়া হলেও তা শুধুমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক। কিন্তু তার অপব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইরাক, ইরান, তুর্কি প্রভৃতি ইসলামিক দেশগুলির মহিলারা অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামিক রীতি-নীতির কিছু সরলীকরণের কথাও বলেছেন। তিনি

বলেছেন ইসলাম ধর্ম পোশাক পরিধানের ওপর বা পর্দা প্রথার ওপর নির্ভর করে না ইসলামের আসল অর্থ বুঝতে পারলে জীবন ধারণের ক্ষেত্র আরও সহজ হয়ে যাবে।

Mondal Sekh Rahim, *Polygyny and Divorce in Muslim Society: Controversy and Reality*, in Engineer A.A. (ed), *Islam, Women and Gender Justice*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2013.

শেখ রহিম মণ্ডল মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ এবং ডিভোর্স শীর্ষ প্রবন্ধে নারীর সামাজিক মর্যাদা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রবন্ধে প্রাক ইসলাম পর্ব থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামী যুগে নারীর মর্যাদা ছিল খুব নিম্নে এবং বহুবিবাহ ও তালাক ছিল বেশি মাত্রায় কিন্তু ইসলাম আবির্ভাবের পর নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং বহুবিবাহ ও তালাক কমতে থাকে। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ সুন্নি, শিয়া, আহলেহাদিস প্রভৃতি বিভাগ মতে মতে ভিন্ন এবং মৌলানা ও মোলবিদের ভুল ব্যাখ্যা মানুষের মধ্যে ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। শেখ রহিম মন্ডল দশটি জেলার দশটি ভিন্ন গ্রাম নিয়ে প্রাথমিক তথ্যনির্ভর সমীক্ষা করেছেন এবং তিনি সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তালাকের পরিমাণ কম।

AL-Ashari, *Purdah and the Status of Women in Islam*, New Delhi, Mohit Publication, 1999.

আল আশারি তার গ্রন্থে দুটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন একটি হল ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা ও পর্দা প্রথার প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয়টি হল পশ্চিমী জীবনযাত্রার সঙ্গে কোরআন ও হাদিসের তুলনামূলক। মানুষের উচিত যেকোন একটিকে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া। তিনি বলেছেন জীবনের চলার পথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পর্দা প্রথার কঠোরতা কমানো উচিত। পর্দা প্রথার কঠোরতার জন্যই নারী যাবতীয় পার্থীব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ইসলামী আইনে শুধুমাত্র নারীদের উপরেই পর্দার বিধান নেই পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শুধুমাত্র নারীদের উপরেই পর্দার কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। লেখক বলেছেন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত এবং প্রয়োজনে ইসলামিক বিধি-বিধান গুলির পরিবর্তন করা উচিত। তিনি বলছেন ইসলাম আমাদের দুর্বল করে না বরং বর্তমানের অরাজকতা থেকে আত্মরক্ষার উপায়।

Chattopadhyay Ratnabali, *Education of Muslim Women in West Bengal,* in Bagchi Jashodhara (ed.), *Changing Status of Women in West Bengal 1970-2000: The Challenge Ahead,* New Delhi, Sage Publication, 2005.

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীদের শিক্ষাগত অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন ১৯৩২-৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নমানের। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা একটি নির্দিষ্ট ইসলামিক গণ্ডির মধ্যেই চলাফেরা করে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন সময়ে তিনি ডায়মন্ডহারবার ১ ব্লকের তিনটি গ্রাম পাঁচগ্রাম, বাদল, চাঁদুয়া সমীক্ষা করে দেখেছেন মহিলাদের সেখানে শিক্ষার বা কারিগরি শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই, তারা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা কোরআন পড়ে। আরবি অক্ষর জানে কিন্তু সেটা বোঝে না। এক কথায় অর্থ না জেনেই তারা কোরআন পরে। তারা বাংলা লিখতে বা পড়তে জানে না। লেখিকা এখানে বলেছেন নারী মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা কারণ নারী শিক্ষিত না হলে নিজের অবস্থান পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম।

Roy Shibani, *Status of Muslim Women in India,* Delhi, B.R publishing Corporation, 1979.

শিবানী রায় ভারতে মুসলিম নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন যে ভারতের মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থানে পিছিয়ে রয়েছে।তিনি দিল্লি ও লক্ষনৌ দুটি শহর থেকে মুসলিম নারীদের সমীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন দুটো শহরেই মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামিক শরীয়ত অনুযায়ী ও নির্দিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। তারা নারী শিক্ষার প্রতি খুব একটা উৎসাহ দেখায় না। তবে শিবানী রায় এটিও স্বীকার করেছেন যে গত দিন পর্যন্ত থেকে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে তা মুসলিম পরিবার ও মুসলিম নারীর মর্যাদাকে প্রভাবিত করছে, আসল উদ্দেশ্য ছিল যেসব বিষয় গুলি নারীর ভূমিকা কে প্রভাবিত করে তা খুঁজে বার করা। তা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান গত দিক থেকে মুসলিম নারীরা পিছিয়ে রয়েছে এবং তিন তালাকের দ্বারা তারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

Menon Indu M, *Status of Muslim Women in India,* New Delhi, Uppal Publishing House, 1981.

ইন্দু মেনন তার এই গবেষণামূলক গ্রন্থে ভারতের মুসলিম নারীর মর্যাদা ও অবস্থান জানার জন্য কেরল রাজ্যের চারটি জেলা মালাপুরাম কালিকট পানাঘাট ও কন্নোর জেলার মুসলিম নারীর ওপর সমীক্ষা করেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন শিক্ষা কিভাবে মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি বলেছেন বর্তমানে পরিবর্তীত ভারতীয়

সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম নারীরা ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানগুলিকে দূর করার সর্বত্তভাবে চেষ্টা করছে। তারা নিজেদের শিক্ষিত করে, সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের দ্বারা, বেতন ভিত্তিক কর্মের যোগদানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দাবি করে সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাগুলিকে দূর করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও যে সব বিষয়গুলি নারীর সামাজিক মর্যাদায় অন্তরায় সৃষ্টি করছে তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন তার উক্ত গ্রন্থে।

Hassan Zoya and Menon Ritu, *Unequal Citizens: A study of Muslim women in India,* New Delhi, OUP, 2004.

জয়া হাসান ও ঋতু মেনন তাদের গ্রন্থে বলেছেন মুসলিম নারীরা হল তুলনামূলকভাবে ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের নারীদের থেকে সবচেয়ে হীন ও সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণী। এমনকি মুসলিম নারীরা নিজ সম্প্রদায়েও নিচের সারিতে অবস্থিত। মুসলিম মেয়েরা একত্রে তিন তালাক, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা দ্বারা এমনভাবে বেষ্টিত যে তারা অন্যের কাছে রক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। যার সমাজে নিজস্ব কোন স্থান নেই। সেজন্য বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিযোগিতা মূলক স্থানে মুসলিম নারীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং প্রশ্ন তোলা হয় মুসলিম পার্সোনাল ল ও নারীর অধিকার গুলি সংকোচের প্রতি পার্সোনাল ল' এর আইনি অধিকার এর প্রতি এবং আর্থ-সামাজিক ও স্থানীয় স্তরে সমনাগরিক হিসেবে প্রাপ্ত সাংবিধানিক অধিকার গুলি দাবি করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় কাল পর্যন্ত নারীরা সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নে অবস্থিত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, যা বরাবরই সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শ্রেণী, জাতি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে চিন্তার বিষয়। মধ্যযুগ থেকে বর্তমানে নারী সমতার বিষয়টি আমাদের সমাজে অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার প্রতিষ্ঠিত করতে বহু সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, যা বর্তমানের মহান আদর্শগত চিন্তাধারার প্রতিফলন। হাসান ও মেনন তাদের গ্রন্থে বলেছেন সনাতনী পন্থা থেকে আধুনিকতাই উত্তরণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন।

Hussain Sabiha, *The Changing Half: A Study of Indian Muslim Women,* Delhi, Classical Publishing House, 1998.

সাবিহা হোসেন তার গ্রন্থে বলেছেন ধর্মীয় কারণে সাথে সাথে সামাজিক পরিকাঠামগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় যেমন বিভিন্ন প্রথা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, পিতৃতান্ত্রিক শাসনকাঠামো, ইসলামিক আইনের অপব্যাখ্যা, নারীর নিজস্ব উদ্যোগের অভাব, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা ইত্যাদি মুসলিম নারীকে কুক্ষিগত করে ও নতুন মূল্যবোধ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু অশিক্ষা, দারিদ্রতা, পরনির্ভরতার ব্যাপকতা থাকায় নারীরা নতুন সংস্কারগুলিকে খুব ধীর গতিতে গ্রহণ

করে।সাবিহা হোসেন দেখিয়েছেন শিক্ষা, বয়স, পারিবারিক কাঠামো, আয়, শহরে অবস্থান, গণমাধ্যমের প্রভাব ইত্যাদি মুসলিম নারীর আধুনিকতা ও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Mohini Anjum, *Muslim Women in India,* New Delhi, Radiant Publishers, 1992.

মোহিনী আঞ্জুম বলেছেন ভারতে শরীয়তী শিক্ষা প্রত্যেক দিনের মুসলিম নারীর জীবন চালিত করে। বাস্তব জীবনে দেখা যায় সামাজিক শ্রেণী, স্থানীয় উপসংস্কৃতি, পরিবার ইত্যাদি ইসলামিক অনুশাসন ও বাস্তবে মুসলিম নারীর অবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। শ্রেণীবিন্যাসের ভূমিকা সমাজে এতটাই প্রবল ও গুরুত্বপূর্ণ যে কখনো কখনো তা ইসলামিক সমাজ কেউ পরিচালিত করে। ভারতের মুসলিম সময়কালে শরীয়তী আইন সর্বত্র প্রতিফলিত হয়নি। আঞ্জুম বলেছেন শরিয়ত ছিল শুধুমাত্র শ্রদ্ধার বিষয় কোন আইন নয়, যে নারীর অধিকার কর্তব্যের মত বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আইনের প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন।

Fyazee AAA, *Outlines of Mohammedan Law,* New Delhi, Oxford University Press, 1974.

ফৈজি বলছেন বর্তমানের সমগ্র ভারতবর্ষে মোহামেডান ল বা শরীয়ত অ্যাক্ট ১৯৩৭ গ্রহণযোগ্য ও প্রযোজ্য। এটাতে ছয়টি অধ্যায় আছে এবং ভারতে অবস্থিত সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের এর জন্য প্রযোজ্য এবং শরীয়ত বিরোধী প্রথা গুলিকে সমাজ থেকে দূর করে। এটি শ্রেণীভেদে ও প্রতিষ্ঠান ভেদে প্রত্যেক মুসলিম সদস্যের জন্য প্রযোজ্য। শরীয়ত আইন ১৯৩৭ বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির আইন (নারীর সম্পদের অধিকার, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার অথবা কোন উপহার) এমনকি কোন প্রকার পারিবারিক আইন যেমন- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণ পোষণ, মেহর, অভিভাবকত্ব, উপহার, ট্রাস্ট এর সম্পত্তি, ওয়াকা আইন ইত্যাদি আইন সম্বলিত লিখিত বিধান যা মুসলিম আইন হিসেবে প্রত্যেক মুসলিম সদস্য মান্য করে।

Engineer A.A, *Islam Women and Gender Justice,* New Delhi, Gyan Publishing house, 2013.

আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার তার গ্রন্থে যুক্তি দেখাচ্ছেন নারীদের সমাজে প্রচলিত গোড়ামী ও নিষ্ঠুর সাংস্কৃতিক নিয়ম গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যা নারীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দমন করে। পণপ্রথা, স্ত্রীহত্যা, অসম্মানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নারীরা ইসলাম নির্দিষ্ট অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইসলাম হল বিশ্বের সর্বপ্রথম ধর্ম যা নারীদের প্রথম এক আইনী সত্তা

হিসেবে বিবেচিত করে এবং পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আরোপিত সমস্ত বাধা দূর না করা পর্যন্ত নারী ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন নারীদের আধুনিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে, যাতে তারা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়ে নিজের অধিকারগুলি যা ইসলাম ধর্ম বহু পূর্বেই তাকে দিয়েছে এবং আধুনিক সমাজ নতুন রূপে দিচ্ছে অর্জন করতে হবে এবং এটি নারীকে নিজস্ব ক্ষমতা প্রদান করবে ও ইসলামিক আইনেরও উন্নতি ঘটবে।

Ahmed Imtiaz, *Family, Kinship, Marriage among Muslims in India,* New Delhi, Manohar Publication,1976.

ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত মুসলিমদের পরিবার, জ্ঞাতিত্ব, বিবাহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী। জ্ঞাতিত্ব ও বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামিক আইন উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের মূল চর্চা ও ব্যাখ্যার বিষয় হল পরিবারের পরিকাঠামো ও কার্যকলাপ। বিভিন্ন প্রবন্ধের পণপ্রথা, মেহের বর্তমান ভারতে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার কিভাবে প্রচলিত ও প্রভাব বিস্তার করছে তা বর্ণিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে।

Niaz Noorjehan Safia & Apte J.S., Muslim *Women and Law Reforms Concerns and Initiatives of the Excluded Within the Excluded,* in Shaban Abdul (ed.), *Lives of Muslims in India, Politics, Exclusion and Violence,* New Delhi, Routledge, 2012.

নারীরা তাদের চলার পথে শিক্ষাগত সামাজিক অর্থনৈতিক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল' নারীর অধিকার গুলিকে কোন অগ্রাধিকার দেয় নি বা তাদের অবস্থার উন্নতির প্রতিও কর্ণপাত করেনি। ১৯৩৭ সালের শরীয়ত এপ্লিকেশন অ্যাক্ট পাস হয়, এতে বলা হয় সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় শরীয়তী আইনের আওতাভুক্ত এবং ১৯৩৯ সালের ডিস সলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট এ নয়টি কারণের ভিত্তিতে মুসলিম নারীরা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড মুসলিম মহিলাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। অ্যাপতে ও নিয়াজ বলছেন ১৯৮৬ সালে মুসলিম উইমেন রাইট অফ প্রটেকশন অন ম্যারেজ অ্যাক্টে মুসলিম মহিলাদের খোড়পোষ দাবি করার অধিকার দেওয়া হয়। বিভিন্ন মহিলার সংগঠন তৈরি হয়েছে নারীর অধিকার দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বলে লেখক মনে করেন।

মুর্শিদ গোলাম, নারী: *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী,* কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪।

গোলাম মুর্শিদ তার গ্রন্থে উপনিবেশিক আমলে বাঙালি মহিলাদের আধুনিকতার আঙিনায় আসার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন বাঙালি মহিলাদের জন্য মুক্তির আন্দোলন শুরু করে পুরুষরা। তবে পুরুষরা নারীদের পুরোপুরি স্বাধীন করার জন্য আন্দোলন করেননি বরং নিজেদের জীবনযাত্রাকে আধুনিক করে তোলার জন্যই এই প্রচেষ্টা শুরু করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরুষরা নারীদের কষ্ট, সতীদাহ প্রথা, কুলিন বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। মহিলারা যখন কিঞ্চিত শিক্ষিত হয়ে ওঠে জীবনের নতুন মূল্যবোধ নিয়ে ভাবতে শেখেন তখন থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মদের একাংশ নারীদের ও অরক্ষণশীল ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহিলারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠ। স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবনী দাস, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সরলা দেবী প্রমুখ এর শিক্ষা দান বিষয়ে প্রযত্ন করেন তা থেকে মহিলাদের এ বিষয়ে সচেতনতা প্রকাশ পায়। ১৯৭১ সালের দেশভাগের পর মুসলিম মহিলারা উচ্চশিক্ষা ও চাকরি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও নারীদের কর্মমুখী জীবনযাত্রার ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে মহিলাদের ভূমিকা পুনঃ নির্ধারিত হয়। তারা পরিবারের আয়তন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও লেখক বলেছেন পুরুষরা নারীদের সমান বলে মনে করেন কিনা সন্দেহ আছে কারণ নারীর আধুনিকতার শুভারম্ভ শুরু হয় পুরুষ সদস্যের হাত ধরে।

Mondal Sekh Rahim, *Dynamics of Muslim Society*, New Delhi, Inter India Publication, 1994.

শেখ রহিম মণ্ডল মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন তারই গ্রন্থে। তিনি তিনটি ভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম নিয়ে সমীক্ষা করেছেন এবং সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থার অগ্রগতি পরিলক্ষন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জাতির পিছিয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক-সংস্কৃতিক, তাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত যোগ্যতাও দায়ী। লেখক পরিশেষে বলেছেন যতক্ষণ না মুসলিম সম্প্রদায় নিজে সচেতন হচ্ছে তার উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ গুলি আমার বর্তমান গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন গ্রন্থাবলী আলোচনার সময় পরিলক্ষিত ফাঁকফোকর গুলি পূরণ করে ‘মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭-

২০১১)' শীর্ষক আমার বর্তমান গবেষণাটি পূর্ণ করার চেষ্টা করব ও একইভাবে সম্পর্কিত আরো বিভিন্ন প্রাথমিক ও সহায়ক উপাদানের সাহায্যে আমার বর্তমান ধ্যান ধারণাকে পরিপূর্ণ ও পরিমার্জিত করে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীঃ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় ২০৫১ পর থেকে ২০১১ পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে। কিন্তু সে তুলনায় তাদের অবস্থার উন্নতি তেমন ঘটেনি মুসলিম মহিলারা অন্যান্য জাতি ও উপজাতির মহিলাদের থেকে কম অগ্রসর, বিশেষ করে সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতা এতটাই বেশি যে তারা স্বাধীনভাবে স্বনির্ভর হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখার সাহস পায় না। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যই হল মুসলিম নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান, শিক্ষাগত অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান এবং পার্সোনাল ল' তে নারীর অধিকার সমূহ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। মুসলিম পার্সোনাল ল' অনুযায়ী নারীর অবস্থান এবং সামাজিক ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান তার সামাজিক মর্যাদাকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং কিভাবে মুসলিম নারী পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় নিজের স্থান করে নিচ্ছে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে এই গবেষণায়। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১. পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদা জেলার মুসলিম নারীর মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক অবস্থান অবস্থান ও মর্যাদা খতিয়ে দেখা।
২. স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি মুসলিম নারীর আধুনিকীকরণের পথে অন্তরায় সেগুলি খুঁজে বের করা।
৩. মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান ও কর্মে যোগদানের অবস্থান খতিয়ে দেখা।
৪. রাজনীতিতে মালদা জেলার মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ কতখানি এবং তা কিভাবে নারীর স্বনির্ভরতার সহায়ক তা খতিয়ে দেখা।
৫. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো এবং ইসলামীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিক বিষয়গুলি নারীর শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, সম্পত্তির অধিকার, ভরণপোষণ এবং সর্বোপরি পরিবারে তার মর্যাদা কে কতখানি প্রভাবিত করে তা খুঁজে বার করা।

৬. মুসলিম পার্সোনাল ল' তিন তালাক, পর্দাপ্রথা মুসলিম নারীর জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেই সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর দৃষ্টিভঙ্গি বা কি তা খতিয়ে দেখা হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

গবেষণামূলক প্রশ্নঃ

উপরে উক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার জন্য এবং বর্তমান গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি উঠে এসেছে-

১. নারীর বর্তমান অবস্থানের জন্য ইসলামিক বিধান কতখানি দায়ী তা ব্যাখ্যা করা?
২. মুসলিম সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কেমন ছিল ও বর্তমানের সাথে তার পার্থক্য কোথায়?
৩. শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলিম নারী কতটা পিছিয়ে?
৪. শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম নারীর উন্নতির জন্য কি ভূমিকা পালন করেছিল?
৫. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নারী উন্নতিতে কতখানি ভূমিকা পালন করেছিল?
৬. সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে ইসলামিক বিধান কি?
৭. শরীয়তে মুসলিম নারীর অধিকার গুলি কি?
৮. কিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সমাজে মুসলিম নারীর অবস্থান পরিবর্তনের সহায়ক?
৯. মুসলিম পার্সোনাল ল' কিভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রভাবিত করছে?
১০. মুসলিম পার্সোনাল ল' সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীর দৃষ্টিভঙ্গি কি?

অনুমানকল্পঃ

১. ইসলামিক বিধান বা শরীয়তে নারী পুরুষের সমান অধিকার বর্ণিত হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

২. পর্দাপ্রথা, নারী শিক্ষার অভাব নারীকে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রভৃতি মুসলিম নারী উন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. মাদ্রাসা ও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা নারীকে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের আরও নিম্নমুখী করে দিয়েছে।

৪. পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে নিয়মিত সংঘর্ষ করে মুসলিম নারীরা নিজেদের অস্তিত্ব ও বজায় রেখে চলেছে।

৫. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সীমিত করা হয়েছে।

৬. বর্তমানে মুসলিম নারীরা মুসলিম পার্সোনাল ল' এর পরিবর্তন কামনা করছে।

অধ্যায় বিভাজনঃ

পরিসংখ্যায়নগত তত্ত্ব ও সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত গবেষণাকার্যটি ভূমিকা ও উপসংহার সহ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে দেওয়া হল।

ভূমিকা নামক অধ্যায়ে নারীবাদ, বর্তমান গবেষণার বিষয়, সেই জনিত বিভিন্ন সমস্যাবলী, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা ক্ষেত্র, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন করা হয়েছে। মুসলিম নারীর অধিকার সমূহ যেমন সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম '***মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান***, গবেষণার ক্ষেত্র যেহেতু মালদা জেলা তাই প্রথম অধ্যায়ে মালদা জেলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে মুসলিম নারীর অধিকারগুলি ও বাস্তবে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কিভাবে সম্পর্কিত এবং পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থানকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেই সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালদা জেলার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর কর্মের যোগদানের হার, বৈতনিক কর্মে যোগদানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার হার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন প্রাথমিক উৎস ও সহায়ক উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য অধ্যায়টি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম '***মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান'***, এই অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মে নারী শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর কালে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত মালদা জেলার মুসলিম নারী শিক্ষা, নারী শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে তারতম্য কোথায় তা খতিয়ে দেখা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। স্বাধীনোত্তর কালের মালদা জেলার মুসলিম নারীর শিক্ষাগত অবস্থান ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নারী শিক্ষার প্রতি কতটা সহায়ক হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। নারী শিক্ষা

নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ও কর্মের যোগদানের ক্ষেত্রে কিরূপ ভূমিকা পালন করে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান ও সহায়ক উপাদানের সাহায্যে নির্মিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম *'মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অবস্থান'*, এই অধ্যায়ে আমরা মালদা জেলার মুসলিম নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের বিধানগুলি, ভারতের রাজনীতিতে নারীর যোগাযোগ কিভাবে ঘটল, স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ, বাংলার মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনোত্তর মালদা জেলার নির্বাচনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ, সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা মালদা জেলার মুসলিম নারীদের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নারী ক্ষমতায়নে কতখানি সহায়ক হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। এই অধ্যায়টি প্রাথমিক ও সহায়ক উপাদানের সম্বলিত প্রয়াসে নির্মিত।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ *'ইসলামিক অনুসশাসনের প্রেক্ষিতে মালদা জেলার মুসলিম নারী'*, এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামিক অনুশাসন গুলি মুসলিম নারীর জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করছে, পর্দাপ্রথা, বিবাহ ও তালাক মুসলিম নারীর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলি কিভাবে নারীর জীবনকে প্রভাবিত করছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও মুসলিম পার্সোনাল ল' বা মুসলিম পারিবারিক আইন, তিন তালাক ও তার পরবর্তী ভরণপোষণ, মেহের প্রভৃতি সম্পর্কে মালদা জেলার মুসলিম নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপরোক্ত অধ্যায় গুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী, সমাজে মুসলিম নারী কি কি সমস্যা গুলি সম্মুখীন হচ্ছে ও মুসলিম নারীদের উন্নতির জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে উপসংহার হিসেবে।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

এটি একটি সমীক্ষাধর্মী ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা। এই গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক ও সহায়ক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মুসলিম নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান কেমন তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। সূক্ষ্ম গবেষণার জন্য মালদা জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং আরো সুক্ষভাবে গবেষণার জন্য মালদা জেলার চারটি ব্লককে নির্বাচন করার মনস্থির করি। গবেষণা হেতু মালদা জেলার তথ্যগত অপ্রতুলতা রয়েছে। তাই গবেষণার মূল উপাদান হল সেন্সাস রিপোর্ট ও ক্ষেত্রসমীক্ষা। এক্ষেত্রে

১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই সেন্সাস রিপোর্ট গুলিতে নারী পুরুষের অনুপাত, নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহনের পরিসংখ্যানগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষনের জন্য বিধানসভার নথি গুলিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় সংবিধানে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড এর আইন গুলি, কোরআন ও শরীয়তে নারীর অধিকার সম্পর্কিত তথ্য, সাচার কমিটির রিপোর্ট, অমিতাভ কুন্ডু কমিটির রিপোর্ট, অশোক মেহতা কমিটির রিপোর্ট গুলিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারি রিপোর্টের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট গুলিকে সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সমীক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের সাক্ষাৎকারকেও প্রথম শ্রেণীর সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মালদা জেলার মুসলিম মহিলা সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রচুলতা দূর করার জন্য নির্ভর করতে হবে মৌখিক উপাদানের ওপর। মৌখিক উপাদান অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতির ওপর নির্ভরশীল তাই এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একাধিক সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য সহায়ক উপাদানের সাহায্য নিতে হয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি উপাদানের পাশাপাশি মুসলিম নারীর সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারী বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়নটির প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনামূলক ও অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের ব্যাখ্যা থেকে ফলাফল গুলি তৈরি করা হয়েছে। গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য মালদা জেলার চারটি ব্লক যথা কালিয়াচক ১, রতুয়া ১, মানিকচক ও ইংরেজবাজার পৌর এলাকার প্রায় ২০০০ মুসলিম নারীকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমীক্ষাক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে। মালদা জেলায় সমীক্ষা চলাকালীন এটি পাওয়া গেছে যে বেশিরভাগ মুসলিম মহিলা তাদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই ইসলামিক আইনে নির্ধারিত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। নারীর উন্নয়ন ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতির জন্য তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অনেকাংশেই দায়ী। উত্তরদাতা মুসলিম নারীদের অধিকাংশেরই বার্ষিক আয় ১০ থেকে ১৫ হাজারের মধ্যেই। যাদের পারিবারিক আয় কুড়ি হাজারের উর্ধ্বে তারা সমাজে সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করে থাকে। সমীক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে অধিকাংশই নারী উত্তরদাতারা তাদের সন্তানের এবং পরিবারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ পান না, পরিবারের

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমনকি শিশুর শিক্ষা বা ভবিষ্যতের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর ভূমিকা নগন্য। মালদা জেলার মুসলিম নারীদের সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে মুসলিম নারী শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজকর্ম, রান্নাবান্না, সন্তান প্রতিফলন, পরিবারের সকলের দেখাশোনা করা এইসবের মধ্যেই ব্যস্ত। তাদের বহির্জগতের সাথে তেমন যোগাযোগই নেই এবং কোন সামাজিক কাজকর্মের অংশগ্রহণের সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত। মালদা জেলার মুসলিম নারীর সামাজিক পশ্চাৎপদতার আরেকটি কারণ হল পর্দা প্রথা। এটি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের বাধার সৃষ্টি করে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অনিহার কারণ হিসেবে বলেছেন দূরবর্তী স্থানে স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতি, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অত্যাধিক জোর প্রভৃতি। অধিকাংশ বয়স্ক উত্তরদাতা মনে করেন ধর্মীয় শিক্ষাই যথেষ্ট, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ হিসেবে তারা বলছেন কর্মসংস্থানের অভাব ও আর্থিক দূরাবস্থা, যার ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয় নারীদের শিক্ষিত করলে তারা পুরুষদের সমান অধিকার দাবি করবে এবং পরিবার ও সমাজে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তরকালে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ খুবই ক্ষীণ। মালদা জেলার ক্ষেত্রেও সেই একই চিত্র লক্ষণীয়। তাদের এই রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে শিক্ষার অভাব, আর্থিক ও সামাজিক স্বনির্ভরতার অভাব, পারিবারিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতাকে দায়ী করা যেতে পারে। সমীক্ষা ক্ষেত্রে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার থেকে এটুকু প্রতিভাত হয়েছে যে, অধিকাংশই মুসলিম নারী শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং জয় লাভের পরও তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় অধিকাংশ নারী শরীয়তের বৈষম্যমূলক প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। অধিকাংশ মুসলিম নারী মনে করেন যে বিবাহ নিবন্ধীকরণ না হওয়ায় তালাক সহজলভ্য। তিন তালাক এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীকে কোন ভরণপোষণ না দেওয়াই একজন মুসলিম নারী কিভাবে তার বাকি জীবন দুঃখ কষ্ট অতিবাহিত করছে তা কল্পনার অতীত। ইদ্দত পর্বের পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের দাবীতে শাহবানু মামলাটি এ বিষয়ে প্রনিধানযোগ্য। জাতীয় স্তরেও বিতর্ক চলছে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তনের জন্য, বিশেষ করে তিন তালাক প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে ও তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ইদ্দত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যদি সে পুনর্বিবাহ না করে থাকে তবে তার ভরণপোষণ দেওয়ার দাবিতে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই মুসলিম মহিলা সংগঠনগুলি মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তন দাবি করছে।

নির্বাচিত রচনাপঞ্জী

প্রাথমিক উপাদানঃ

১. Census of India 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011.

২. District Human Development Report Malda, UNDP.

৩. Dspace at West Bengal State Central Library, Malda District Gazzetters.

৪. Social Economic and Educational Report by Justice Rajindra Sachar, A Status of Muslim Community of India, Prime Minister High Level Committee, Govt of India, New Delhi, 2006.

৫. Govt. of India Report, Ministry of Women and Child Development 2001.

৬. Amitabh kundu Committee Report, Ministry of Minority Affairs, Govt of India, New Delhi, 2008.

৭. ক্ষেত্র সমীক্ষা

সহায়ক উপাদানঃ

১. হোসেন আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী(১৮৭৩-১৯৪৩),* কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৬।

২. দে অমলেন্দু, *ভারতের মুসলিম রাজনীতির গতি-প্রকৃতি,* কলকাতা, রক্তকরবী, ২০০৯।

৩. খান ইয়াসিন (সম্পাদিত), *নারী সমসাময়িক চোখে,* কলকাতা, এস. এন. এন্টারপ্রাইজ, ২০১৫।

৪. বন্দোপাধ্যায় কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ: নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান,* কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯।

৫. মুর্শিদ গোলাম, *নারী: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী,* কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪।

৬. ওদুদ কাজী আব্দুল, *বাংলার জাগরণ,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৬।

৭. ঘোষ বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১০৮৪।

৮. রায় বিনয়ভূষণ, *অন্তঃপুরের স্ত্রী শিক্ষা,* কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮।

৯. আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

১০. রহমান হাবিব, *বাঙালি মুসলমান ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন,* কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯।

১১. আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* ১ম পুনঃমুদ্রন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০২।

১২. Mondal Sekh Rahim, *Rural Muslim Women: Role and status*, New Delhi, Northern Book Centre, 2005.

১৩. Mondal Sekh Rahim, *Educational Status of Muslim: Problems, Prospects and Priorities*, New Delhi, Inter India Publication, 1997.

১৪. Mondal Sekh Rahim, *Dynamics of Muslim Society*, New Delhi, Inter India Publication, 1994.

১৫. Ahmed Naseem, *Liberation of Muslim Women*, Delhi, Kalpaz Publication, 2001

১৬. Hunter W.W, *A Statistical Account of Bengal (Malda), West Bengal*, N.L Publishers, 1986.

১৭. Rahaman Hasibul (eds), *Social Dimension of Indian Women: Perseptive and Prospect*, New Delhi, Kunal Books, 2016.

১৮. Hunter W.W, *The Indian Musalmans*, Dhaka, Khoshroz Publication Ltd., 1975.

১৯. Moinuddin SAH, *Divorce and Muslim Women*, New Delh, Rawat Publication, 2000.

২০. Moinuddin SAH, *The Groveling Muslim Problems and prospects*, New Delhi, Kunal Books, 2013.

২১. Engineer A.A, *Muslims and India*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2006

২২. Engineer A.A, *Islam Women and Gender Justice*, New Delhi, Gyan Publishing house, 2013.

২৩. Engineer AA, *Muslim Minority: Continuity and Change*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2009.

২৪. Tabasum Mufti Samiya, *Status of Muslim Women in India: Law Relating to Marriage, Devorce and Maintainence*, New Delhi, Regal Publication, 2013

২৫. Shaban Abdul (eds), *Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence*, New Delhi, Routledge, 2012.

২৬. Sarkar Sumit and Sarkar Tanika (Eds), *Women and Social Reform in Modern India: A Reader*, Vol: II, Ranikhet Uttarakhand, Permanent Black, 2007.
২৭. Chanda Anuradha, *Sarkar Mahua and Chattopadhyay Kunal (Eds): Women in History*, Kolkata, Progressive Publishers, 2003.
২৮. Menon Latika, *Women Empowerment and Challenge of Change*, New Delhi, Kanishka Publishers, 1998.
২৯. Hust Evelin, *Womens Political Representation and Empowerment in India: A million Indiras Now*? New Delhi, Monohar, 2004.
৩০. Ghosh Jayasri, *Political Participation of Women in West Bengal: A Case study*, Calcutta, Progressive Publishers, 2000.
৩১. Ahmed Rafiuddin, *The Bengal Muslims (1871-1906): A Quest for Identity*, New Delhi, OUP, 1981.
৩২. Murshid Tazeen M, *The Sacred and The Seculer: Bengal Muslim Discourses 1871-1977*, New Delhi, OUP, 1995.
৩৩. Bagchi Jasodhara and Dutta Gupta Sharmistha (eds), *The Changing Status of Women in West Bengal 1970-2000*: *The Challenge Ahead*, New Delhi, Sage Publications, 2004.
৩৪. Al-Ashari, *Purdah and the Statues of Women in Islam*, New Delhi, Mohit Publications, 1999.
৩৬. Siddiqui Firdouse Azmat, *The Struggle for Identity: Muslim Women in the United Provinces*, New Delhi, Foundation Books, 2014.
৩৭. Mandal Keshab Chandra, *Empowerment of women and Panchyati Ray: Experiences from West Bengal*, Kolkata, Levant Books, 2010.
৩৮. Saha Gandhari (Eds), *Child Marriage: The Root of Social Meladies*, Kolkata, Levant Books, 2017.
৩৯. Thakur R.N, *Plight of the Minorities: Problems and Grievences in their Education*, New Delhi, Gyan Publishing House, 1999.
৪০. Natarajam Samitha Rani, *Policies, Programmes and Commissions on Women*, New Delhi, Jananda Prakashan, 2017.
৪১. Md. Moinuddin, *Understanding Muslims Situation in West Bengal, Some Reflections on Socio Economic and Political Status, Germany*, Lap Lambert Academy Publishing, 2011.

৪২. Hossain Nazmul, *Muslim and Non-Muslim Differntials in Education, Employment and Fertility in Malda District*, *West Bengl, Garmany*, Lap Lambert Academic publishing, 2011.

৪৩. Roy Shibani, *Status of Muslim Women in India,* Delhi, B.R publishing Corporation, 1979.

৪৪. Menon Indu M, *Status of Muslim Women in India*, New Delhi, Uppal Publishing House, 1981.

৪৫. Bhatty Zarina, *Purdah to Piccadilly: A Muslim Women Straggle for Identity*, New Delhi, Sage Publication, 2016.

৪৬. Hassan Zoya and Menon Ritu, *Unequal Citizens A study of Muslim women in India,* New Delhi, OUP, 2004.

৪৭. Joshi Savita Thakur: *Women and Development the Changing Scenario*, New Delhi, Mittal Publications, 1999.

৪৮. Mittal Mukta, *An Evaluation of Feminism Today,* New Delhi, Arise Publishing and Distributors, 2012.

৪৯. Sarkar Mohua, *Visible Histories Disappearing Women: Producing Muslim Womanhood in late Colonial Bengal*, New Delhi, Duke University Press, 2008.

৫০. Amin Sonia Nishat, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876 – 1939*, Brill Publishers, 1996.

৫১. Hussain Sabiha, *The Changing Half: A Study of Indian Muslim Women*, Delhi, Classical Publishing House, 1998.

৫২. Mohini Anjum, *Muslim Women in India*, New Delhi, Radiant Publishers, 1992.

৫৩. Fyazee AAA, *Outlines of Mohammedan Law*, New Delhi, Oxford University Press, 1974.

৫৪. Ahmed Imtiaz, *Family, Kinship, Marriage among Muslims in India*, New Delhi, Manohar Publication,1976.

৫৫. Niaz Noorjehan Safia & Apte J.S., Muslim *Women and Law Reforms Concerns and Initiatives of the Excluded Within the Excluded,* in Shaban Abdul (ed.), *Lives of Muslims in India, Politics, Exclusion and Violence*, New Delhi, Routledge, 2012.